[2021] 7 এস. সি. আর. 143

সঞ্জয় কুমার রায়

বনাম

উত্তর প্রদেশ রাজ্য

(2021 সালের ফৌজদারি আপিল নং 472)

মে 07,2021

[এন. ভি. রমনা, প্রধান বিচারপতি, সূর্য কান্ত এবং অনিরুদ্ধ বোস, জে. জে।]

ফৌজদারি কার্যবিধি, 1973-- s.397-ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা-জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট একটি মামলায় আপিলকারীকে অব্যাহতি দিতে অস্বীকার করেছেন। 504 এবং 506 আইপিসি-আদেশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা পরিণত হয়েছে এখতিয়ারের অভাবের ভিত্তিতে হাইকোর্ট দ্বারা ডাউন / s.397 সিআরপিসি এশিয়ান রিসারফেসিং মামলায় সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের উদ্‌ধৃতি দিয়ে-আপিলে বলা হয়েছেঃ হাইকোর্ট স্পষ্টতই এশিয়ান রিসারফেসিং মামলার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছে-কেউ অন্তত দুটি কারণে এটি বলতে পারে-প্রথমত, উক্ত মামলাটি দুর্নীতি দমন আইন, 1988 (পিওসিএ)-এর অধীনে তৈরি করা অভিযোগ ডি-এর চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করেছে যা কেবল একটি বিশেষ আইনই নয়, এতে একটি নির্দিষ্ট বারও রয়েছে। ধারা 19 সংশোধনমূলক এখতিয়ারের নিয়মিত অনুশীলনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়ত, এশিয়ান রিসারফেসিং মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ফৌজদারি আইন ব্যবস্থায় ব্যাপক বিচারাধীনতা এবং বিলম্ব ই মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করার সময়, মধু লিময়ের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তে নির্ধারিত অনুপাত অনুসরণ করে যেখানে বলা হয়েছে যে অভিযোগ গঠন বা অব্যাহতি প্রত্যাখ্যান করার আদেশগুলি অন্তর্বর্তী বা চূড়ান্ত প্রকৃতির নয় এবং তাই এস-এর বার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। 397 (2) সিআরপিসি-এটি ছাড়াও, হাইকোর্ট প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার রোধ করতে বা পৃথক মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে ন্যায়বিচারের লক্ষ্য সুরক্ষিত করার জন্য অন্তর্নিহিত এখতিয়ারের সাথে অনুপ্রাণিত-বর্তমান মামলায়, হাইকোর্ট এখতিয়ারগত ত্রুটি করেছে

পুনর্বিবেচনার আবেদনটিকে যোগ্যতার ভিত্তিতে গ্রহণ করা এবং 'অব্যাহতি' অভিযুক্তদের প্রদত্ত একটি মূল্যবান অধিকারকে উপেক্ষা করা-এই সত্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যে হাইকোর্ট এবং নীচের আদালত এই মামলায় ফৌজদারি তদন্তের নিরপেক্ষতা এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি পরীক্ষা করেনি সাক্ষীদের বক্তব্যের উন্নতি সম্পর্কিত দিকগুলি, হাইকোর্টকে পুনর্বিবেচনার পিটিশন-আইপিসি-এস-এর নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। 504 এবং 506-সংশোধন।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

এখতিয়ার-অন্তর্নিহিত এখতিয়ার-অন্তর্নিহিত এখতিয়ার হাইকোর্টের-এর লক্ষ্য-অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ পৃথক মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার রোধ করতে বা ন্যায়বিচারের লক্ষ্য সুরক্ষিত করার জন্য হাইকোর্ট সহজাত এখতিয়ার দ্বারা অনুপ্রাণিত-তবে, হাইকোর্টকে তার পূর্ব-বর্ণিত এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময় সতর্ক হওয়া উচিত-বিচক্ষণতা হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার কার্যকর ও সময়োপযোগী প্রশাসনের জন্য আদালতকে সতর্কতার সাথে এবং বিচক্ষণতার সাথে আহ্বান করতে হবে-তবুও, একটি সম্পূর্ণ হ্যান্ডস অফ পদ্ধতির সুপারিশ করা হয় না-যদিও, হস্তক্ষেপ করা উচিত, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে হতে পারে, যা ব্যর্থ হলে একজন নাগরিকের অধিকারের প্রতি গুরুতর কুসংস্কারের সম্ভাব আদালতের অপব্যবহার-প্রতিরোধ-ফৌজদারি বিচারের প্রশাসন।

বিষয়টি হাইকোর্টের কাছে হস্তান্তর করে আদালত

বলা হয় 1.1 . ফৌজদারি সংশোধনের সুযোগকে শুধুমাত্র এখতিয়ারগত ত্রুটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সময়, হাইকোর্ট স্পষ্টতই এশিয়ান রিসারফেসিং মামলার রায়ের প্রশংসা করেছে। কেউ বলতে পারেন অন্তত দুটি কারণে। প্রথমত, উক্ত মামলার বস্তুগত তথ্যগুলি দুর্নীতি দমন আইন, 1988 (পিওসিএ)-এর অধীনে প্রণীত অভিযোগের একটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করেছে। রায়টি নিজেই আলোকিত করে যে পিওসিএ কেবল একটি বিশেষ আইনই নয়, সংশোধনমূলক ই এখতিয়ারের নিয়মিত অনুশীলনের বিরুদ্ধে 19 ধারার অধীনে একটি নির্দিষ্ট বাধাও রয়েছে। দ্বিতীয়ত, এশিয়ান রিসারফেসিং-এ এই আদালত আমাদের ফৌজদারি আইন ব্যবস্থায় ব্যাপক বিচারাধীনতা এবং বিলম্ব মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে, মধু লিমায়ে-র আগের সিদ্ধান্তে নির্ধারিত অনুপাত অনুসরণ করেছে। [অনুচ্ছেদ 13] [149-জি-এইচ; 150-এ-বি]

1.2। মধুতে বর্ণিত আইনের সঠিক অবস্থান লিমায়ে বলেন যে, অভিযোগ গঠন বা অব্যাহতি প্রত্যাখ্যান করার আদেশগুলি অন্তর্বর্তী বা চূড়ান্ত প্রকৃতির নয় এবং তাই নয়। সিআরপিসির ধারা 397 (2) এর বাধা দ্বারা প্রভাবিত। এছাড়াও, হাইকোর্ট প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা পৃথক মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে ন্যায়বিচারের লক্ষ্য সুরক্ষিত করার জন্য অন্তর্নিহিত এখতিয়ারের সাথে জড়িত। একটি সতর্কবার্তা হিসাবে জি-কে বলা যেতে পারে যে, উচ্চ আদালতকে তার পূর্ব-বর্ণিত এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময় সতর্ক হওয়া উচিত। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার কার্যকর ও সময়োপযোগী প্রশাসনের জন্য হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত বিচক্ষণতা যত্ন সহকারে এবং বিচক্ষণতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। এই আদালত যাইহোক, একটি সম্পূর্ণ হ্যান্ডস অফ পদ্ধতির সুপারিশ করে না।

যাইহোক, হস্তক্ষেপ হওয়া উচিত, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, একটি ব্যর্থতা যা অধিকারের প্রতি গুরুতর কুসংস্কারের সম্ভাবনা রয়েছ একজন নাগরিক। উদাহরণস্বরূপ, যখন কোনও অভিযোগের বিষয়বস্তু বা রেকর্ডে থাকা অন্যান্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উপাদান একটি নির্লজ্জ প্রচেষ্টা একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে নির্যাতন করা, আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করা আদালতের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। [অনুচ্ছেদ 15] [151-বি-ই] বি

2. উপরন্তু, এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে ট্রায়াল কোর্ট যখন ডিসচার্জ আবেদন বিবেচনা করা নিছক ডাকঘর হিসাবে কাজ করা নয়। সন্দেহভাজনকে বিচার করার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য আদালতকে প্রমাণের মাধ্যমে অনুসন্ধান করতে হবে। আদালতকে বিস্তৃত সম্ভাব্যতা, এর মোট প্রভাব বিবেচনা করতে হবে প্রয়োজন আছে। [অনুচ্ছেদ 16] [151-ই-এফ]

3. বর্তমান মামলায়, হাইকোর্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পুনর্বিবেচনার আবেদন গ্রহণ না করে এখতিয়ারগত ত্রুটি 'অব্যাহতি' অভিযুক্তকে প্রদত্ত একটি মূল্যবান অধিকার এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় এবং উপেক্ষা করে। এই সত্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যে হাইকোর্ট এবং নীচের আদালত এই মামলায় ফৌজদারি তদন্তের ন্যায্যতা এবং সাক্ষীদের বক্তব্যের উন্নতি সম্পর্কিত অন্যান্য সম্পর্কিত দিকগুলি পরীক্ষা করেনি, হাইকোর্টের জন্য এটি প্রয়োজনীয়। আদালত পুরো বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবে এবং পুনর্বিবেচনার আবেদনের নতুন করে সিদ্ধান্ত নেবে। [অনুচ্ছেদ 18] [151-জি-এইচ; 152-এ-বি] মধু লিমায়ে বনাম। মহারাষ্ট্র রাজ্য (1977) 4 এসসিসি 551: [1978] 1 এস. সি. আর 749 এবং ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম। প্রফুল্ল কুমার সামল (1979) 3 এস. সি. সি 4: [1979] 2 এস. সি. আর 229-নির্ভরযোগ্য অন। রোড এজেন্সি প্রাইভেটের এশিয়ান রিসারফেসিং। লিমিটেড ভি। কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (2018) 16 এস. সি. সি 299: [2018] 2 এস. সি. আর 1045 উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইনের রেফারেন্স

[1978] 1 এসসিআর 749 নির্ভরশীল অনুচ্ছেদ 13

[2018] 2 অনুচ্ছেদ 8 [1979] 2 এস. সি. আর 229-এ উল্লিখিত

এস. সি. আর 1045 অনুচ্ছেদ 16-এর উপর নির্ভরশীল।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

ফৌজদারি আপিলের বিচারঃ ফৌজদারি আপিল নং। 472 2014 সালের ফৌজদারি সংশোধন ক্রুটিপূর্ণ নং 325-এ এলাহাবাদের হাইকোর্টের বিচার বিভাগের 28.11.2018 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

দীপক নারগোলকর, সিনিয়র অ্যাড. , শ্রীমতী প্রেরণা সিং, শ্রীমতী দিব্যা

মিশ্র, শান্তনু সাগর, আইনজীবীরা। আবেদনকারীর জন্য। এস. আর. সিং, সিনিয়র অ্যাড. , অঙ্কুর প্রকাশ, এড. উত্তরদাতাদের জন্য। আদালতের রায় প্রদান করা হয়েছিল

সুরিয়া কান্ট, জে,

1. লিভ মঞ্জুর করা হয়েছে।

2. এই আপিলটি 28.11.2018 তারিখের রায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এলাহাবাদের হাইকোর্ট অফ জুডিকেচার দ্বারা গৃহীত যার মাধ্যমে প্রধান বিচার বিভাগের 13.03.2014 তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি পুনর্বিবেচন ম্যাজিস্ট্রেট, সন্ত কবির নগর ভারতীয় দণ্ডবিধির 504 এবং 506 ধারার অধীনে এন. সি. আর নং-এ আবেদনকারীকে অব্যাহতি দিতে অস্বীকার করেছেন। 1860 [এরপরে "আইপিসি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে], প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে

। 3. বর্তমান আপিল নিষ্পত্তির জন্য তথ্যগুলির একটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন হতে পারে। 'দ্য পাইওনিয়ার'-এর জন্য কাজ করা সংবাদপত্র ই-এর সংবাদদাতা বলে দাবি করা উত্তরদাতা নং 2 (কুলদ্বীপ মিশ্র) এখতিয়ারভুক্ত পুলিশে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগ ছিল যে তিনি একটি গ্যাসের বিরুদ্ধে অনিয়মের জন্য সাংবাদিকতার তদন্ত করেছিলেন। সংস্থা, যথা 'কল্পনা ইন্ডেন সার্ভিস'। তিনি তথ্য অধিকার আইন 2005-এর অধীনে নির্দিষ্ট তথ্যের জন্য আবেদন করেছিলেন, যাতে উপরোক্ত সংস্থা দ্বারা গ্যাস সিলিন্ডারের কথিত কালোবাজারি নিয়ে তদন্ত করা যায়। এখানে আপিলকারী উপরোক্ত গ্যাস এজেন্সির একজন অংশীদার। এফ এন. সি. আর রিপোর্ট অনুসারে বলা হয়েছে যে, আবেদনকারী যখন 2 নম্বর উত্তরদাতার ডাকে সাড়া দিচ্ছিলেন, তখন তাঁকে নাম ধরে ডাকতে শুরু করেন এবং 2 নম্বর উত্তরদাতাকে হত্যা করার হুমকি দেন। অভিযোগ করা হয় যে, আবেদনকারী 2 নং উত্তরদাতার মুখে অসংখ্য গুলি ছোঁড়ার হুমকি দিয়েছিলেন যাতে তাকে চিনতেও না হয়।

4. 08.05.2012-এ অভিযোগকারী একটি আবেদন জমা দিয়ে উপরোক্ত অভিযোগের তদন্ত পরিচালনার জন্য 155 (2) Cr.P.C ধারার অধীনে সংশ্লিষ্ট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ("সিজেএম")। আদালত তদনুসারে তদন্তের নির্দেশ দেয় এবং স্থানীয় পুলিশকে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

[সুরিয়া কান্ট, জে,]

5. এটি লক্ষ করা যেতে পারে যে তদন্ত চলাকালীন অভিযোগকারীর বিবৃতি 'এ' পুলিশ দ্বারা রেকর্ড করা হয়েছিল যা কেস ডায়েরির অংশ। উপরোক্ত বিবৃতিতে বর্ণিত বস্তুগত অভিযোগগুলি নিম্নরূপঃ -

66 ..... আবেদনকারী তাঁর মোবাইল নম্বর থেকে তাঁর মোবাইলের স্পিকার চালু রেখেছিলেন। এক্সএক্সএক্সএক্স সঞ্জয় রাইয়ের মোবাইল নম্বর বি-তে ফোন করে। এক্সএক্সএক্সএক্স উক্ত গ্যাস সংস্থার সর্বশেষ অনিয়মের বিষয়ে অনুসন্ধান করবে। মোবাইল থেকেই সঞ্জয় রাই আবেদনকারীকে নোংরা গালিগালাজ করতে শুরু করে এবং তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। একই সময়ে তিনি আরও বলেছিলেন যে আপনার তথ্যের অধিকার এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্বেগ হবে আপনার হাতে রাখা। আমি গুলি করব। এত গুলি সি যে আপনার মুখও শনাক্ত করা যায়নি। মো. সাহরিফ কান এবং উমেশ কুমার ভাটও সঞ্জয় রাইয়ের দেওয়া হুমকির কথা শুনেছিলেন। এটি স্পষ্ট যে উত্তরদাতা অভিযোগকারীর বিবৃতিতে বস্তুগত পরিবর্তন রয়েছে যেখানে তিনি মোহাম্মদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। শরিফ খান

6. যাই হোক না কেন, 21.07.2012-এ অভিযোগকারীর বক্তব্য এবং দুই সাক্ষীর হলফনামার ভিত্তিতে আইপিসি-র 504 এবং 506 ধারায় আবেদনকারী/অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। এটি ই হতে পারে এখানে প্রসঙ্গের বাইরে উল্লেখ করা যাবে না যে তদন্তকারী আধিকারিক আবেদনকারীর বক্তব্য নথিভুক্ত করা বা তাঁর বক্তব্য বিবেচনা করার প্রয়োজন মনে করেননি।

7. সিজেএম 08.11.2012-এ বিষয়টি আমলে নিয়েছে।

যাইহোক, অভিযোগ গঠনের অনেক আগে আপিলকারী 239 Cr.P.C ধারার অধীনে তার অব্যাহতি চেয়েছিলেন. এই যুক্তি দিয়ে যে অভিযোগকারী এফ তাকে মিথ্যাভাবে জড়িত করেছে এবং টেলিফোনে হুমকির অভিযোগ আইপিসির 504 এবং 506 ধারার অধীনে অপরাধ গঠন করে না। আরও বলা হয় যে তদন্তটি সুষ্ঠু ছিল না এবং তার দৃষ্টিভঙ্গিতে একতরফা ছিল যেখানে তদন্তকারী কর্মকর্তা সত্য খুঁজে বের করার কোনও প্রচেষ্টা করেননি এবং পরিবর্তে অভিযোগকারী এবং অন্যান্যদের বক্তব্যের উপর নির্ভর করেছিলেন। আপিলকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য সাক্ষী স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্বান সিজেএম আপিলকারীর আবেদনের সাথে একমত হননি এবং নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করে তাঁর অব্যাহতি আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেনঃ -

" XXX XXX XXX

নথি পর্যবেক্ষণে এটা স্পষ্ট যে, কোনও হলফনামা বা কোনও নথি নেই। আবেদনকারী/অভিযুক্ত তার অব্যাহতি-আবেদনের সমর্থনে ডকুমেন্টারি প্রমাণ দাখিল করেছে। আবেদনকারীর দ্বারা কোন শব্দটি গালাগালি এবং হুমকি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা প্রমাণের বিষয় যা হতে পারে না এই পর্যায়ে নির্ধারিত। [sic]

নথিতে মৌখিক এবং ডকুমেন্টারি প্রমাণ থেকে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য নথিতে পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে। উপরোক্ত তথ্য ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনটি

আবেদনকারী শ্রী সঞ্জয় কুমার রাই, ইউ/এস-239, Cr.P.C দ্বারা দায়ের করা তারিখ 20.02.2014 এই পর্যায়ে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য বলে মনে হয় না এবং তাই প্রত্যাখ্যাত হতে পারে।

XXX XXX XXX

8. উপরোক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ আবেদনকারী আবেদনকারীর কাছে যান হাইকোর্ট একটি ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদনের মাধ্যমে সি. জে. এম-এর আদেশ প্রত্যাহারের আবেদন করে। হাইকোর্ট রোড এজেন্সি প্রাইভেট-এর এশিয়ান রিসারফেসিং-এ এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করে। লিমিটেড ভি। সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পর্যবেক্ষণ করেছে যে অভিযোগ গঠনের আদেশে হস্তক্ষেপ বা অব্যাহতি দিতে অস্বীকার করা বিরলতম ক্ষেত্রে কেবল এখতিয়ারের ই পেটেন্ট ত্রুটি সংশোধন করার জন্য আহ্বান করা হয়। সি. জে. এম-এর আদেশে এ জাতীয় কোনও এখতিয়ারগত ত্রুটি না পাওয়ায় ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করা হয়।

9. উপরোক্ত বিতর্কিত আদেশে অসন্তুষ্ট হয়ে আবেদনকারী-অভিযুক্ত বিশেষ ছুটির আবেদনের মাধ্যমে এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন।

বিষয়বস্তুঃ

10. আপিলকারীর আইনজীবী বলেন যে, প্রাথমিকভাবে অভিযোগকারীর গল্পটি সন্দেহজনক বলে মনে হয়, কারণ তিনি নিজেই ফোন কলটি শুরু করেছিলেন, স্পিকারে রেখেছিলেন এবং কথোপকথন শোনার জন্য দুজন সাক্ষীকে প্রস্তুত রেখেছিলেন। পুলিশ কোনও কল রেকর্ড চায়নি, সাক্ষীদের হলফনামা অন্ধভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং রেকর্ড করার কোনও চেষ্টা করা হয়নি। সিআরপিসির 161 ধারার অধীনে তাদের বিবৃতি। তদন্তকারী আধিকারিক নীরব মন নিয়ে এগিয়ে যান এবং আইপিসির 323,504 এবং 506 ধারা সহ সাতটি ফৌজদারি মামলায় জড়িত অভিযোগকারীর পরিচয়পত্রকে আকস্মিকভাবে উপেক্ষা করেন। 1 (2018) 16 এস. সি. সি 299

'দ্য পাইওনিয়ার'-কে হাজির করা হয়েছিল, যেখানে দেখানো হয়েছিল যে অভিযোগকারী ‘ কথিত ঘটনার সময় তাদের সংবাদপত্রে নিযুক্ত ছিলেন না।

১১. অন্যদিকে, বিজ্ঞ রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অনুরোধ করেছিলেন যে
অভিযোগগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৪ এবং ৫০৬ ধারার অধীনে একটি স্পষ্ট মামলা গঠন করে এবং
হাইকোর্ট বা সিজেএম কর্তৃক কোনও ত্রুটি করা হয়নি।এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করে, তিনি
কর্ণাটক রাজ্য বনাম এম.আর. হিরেমথ২-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তার বক্তব্যের সমর্থন করেন
যা বলেছিল যে আদালতকে খালাস বিবেচনা করার পর্যায়ে উপস্থাপিত উপাদানের সাক্ষ্য-মূল্যের প্রশ্নে প্রবেশ করা উচিত নয়, এবং
শ্রীলেখা সেন্টেলকুমার বনাম সিবিআই৩-এর মাধ্যমে এই আদালত মতামত দিয়েছে যে ধারা ২৩৯ সিআরপিসির অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের সময় মামলার গুণাবলী খতিয়ে দেখা অনুমোদিত।

বিশ্লেষণঃ 12. শুরুতে, আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে হাইকোর্ট Cr.P.C-এর 397 ধারার অধীনে এখতিয়ারের অভাবের ভিত্তিতে ফৌজদারি সংশোধন খারিজ করে দিয়েছে। হাইকোর্ট বিষয়টি বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করে দেখেনি যে ডি-এর কার্যধারা চালিয়ে যাওয়া অপব্যবহারের সমান হবে কিনা।
এই ক্ষেত্রে আইনি প্রক্রিয়া। বিতর্কিত আদেশটি এশিয়ান রিসারফেসিং (উপরে)-এ এই আদালতের সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দিয়েছে যেখানে এটি নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছেঃ - " 66 ..... সুতরাং, আমরা আইন ঘোষণা করি যে চার্জ গঠনের আদেশ সম্পূর্ণরূপে একটি অন্তর্বর্তী আদেশ বা চূড়ান্ত আদেশ নয়। এখতিয়ার
কোনও পিটিশনের লেবেল নির্বিশেষে হাইকোর্টের আবেদন নিষিদ্ধ নয়, তা সে 397 বা 482 সিআরপিসি বা সংবিধানের 227 অনুচ্ছেদের অধীনে হোক। যাইহোক, উক্ত এখতিয়ারটি কোনওভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয়ে বিচারের দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার জন্য আইনী নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োগ করতে হবে। এইভাবে বিবেচনা করে, অভিযোগের আদেশের চ্যালেঞ্জটি কেবলমাত্র এখতিয়ারের একটি পেটেন্ট ত্রুটি সংশোধন করার জন্য এবং বিষয়টিকে পুনরায় মূল্যায়ন করার জন্য বিরলতম ক্ষেত্রে গ্রহণ করা উচিত।

13. আমাদের কাছে মনে হয় যে, ফৌজদারি সংশোধনের সুযোগকে শুধুমাত্র এখতিয়ারগত ত্রুটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে হাইকোর্ট স্পষ্টতই এশিয়ান রিসারফেসিং (উপরে)-এর রায়কে অবমূল্যায়ন করেছে। আমরা অন্তত দুটি কারণে এটি বলি। প্রথমত, উপরোক্ত মামলার বস্তুগত তথ্যগুলি দুর্নীতি দমন আইন, 1988 ("পিওসিএ")-এর অধীনে প্রণীত অভিযোগের একটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করেছে। উদ্ধৃত রায় নিজেই আলোকিত করে

2 (2019) 7 এস. সি. সি 515

3 (2019) 7 এস. সি. সি 82

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

যেটি পিওসিএ শুধুমাত্র একটি বিশেষ আইনই নয়, সংশোধনমূলক এখতিয়ারের নিয়মিত অনুশীলনের বিরুদ্ধে 19 ধারার অধীনে একটি নির্দিষ্ট বাধাও রয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই কোর্ট ইন এশিয়ান রিসারফেসিং (সুপ্রা) প্রকাশ করার সময় আমাদের ফৌজদারি আইন ব্যবস্থায় ব্যাপক বিচারাধীনতা এবং বিলম্ব মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উদ্বেগ, মধু লিমায়ে বনাম এর আগের সিদ্ধান্তে নির্ধারিত অনুপাত অনুসরণ করে। মহারাষ্ট্র রাজ্য থেকে দেখা যায়

নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশঃ

" 27. সুতরাং, যদিও বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সময়, আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী পর্যবেক্ষণ করা হতে পারে যে অর্ডার ফ্রেমিং চার্জটি অন্তর্বর্তী আদেশ ছিল। এবং ধারা 397 (2) এর অধীনে হস্তক্ষেপের জন্য দায়বদ্ধ ছিল না বা এমনকি ফৌজদারি দণ্ডবিধির 482 ধারার অধীনেও, মধু লিমায়ে [মধু লিমায়ে বনাম। মহারাষ্ট্র রাজ্য, (1977) 4 এসসিসি 551: 1978 এস. সি. সি (সি. আর. আই) 10] এখনও মাঠটি ধরে রেখেছে। আদেশ প্রণয়নের অভিযোগকে সম্পূর্ণরূপে একটি অন্তর্বর্তী আদেশ হিসাবে ধরে রাখা যাবে না এবং প্রদত্ত পরিস্থিতিতে ফৌজদারি দণ্ডবিধির 397 (2) ডি বা ফৌজদারি দণ্ডবিধির 482 ধারা বা সংবিধানের 227 অনুচ্ছেদের অধীনে হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে যা একটি সাংবিধানিক বিধান, তবে হাইকোর্টের ক্ষমতা একটি আদেশ প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করার এবং স্থগিতাদেশ দেওয়ার ক্ষমতা কেবল ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হবে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

14। মধু লিমায়ে (উপরে)-তে, এই আদালত কর্তৃত্বপূর্ণভাবে রায় দিয়েছেঃ

9 ..... কখনও কখনও হাইকোর্টের পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ারও একই ধরনের স্বস্তির জন্য অবলম্বন করা হয়েছে এই ভিত্তিতে যে আদালতের গ্রহণ করার কোনও এখতিয়ার ছিল না। প্রক্রিয়া জারি করা সম্পূর্ণ অবৈধ বা অকার্যকর ছিল বা আদালতে দায়ের করা অভিযোগ বা সাক্ষ্যের উপর কোনও অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় কোনও অভিযোগ গঠন করা যাবে না বলে বিচারের সাথে অগ্রসর হওয়া।

10. ..... এমনকি ধরে নেওয়া, যদিও আমরা বর্তমানে দেখাব যে এটি এমন নয় যে, এই ধরনের ক্ষেত্রে আদালতের কোনও আদেশ গ্রহণ করা বা প্রক্রিয়া জারি করা একটি অন্তর্বর্তী আদেশ, এটি কি যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যায় যে, হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত অভিযুক্তদের হয়রানির পরিবর্তে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফৌজদারি কার্যধারা বন্ধ করার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে না? উত্তর হল

4 (1977) 4 এস. সি. সি 551

[সুরিয়া কান্ট, জে,]

এটা স্পষ্ট যে আদালত 'ক' প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে এবং/অথবা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করতে বার কাজ করবে না। একজন ক্ষুব্ধ পক্ষের দায়ের করা পিটিশনের লেবেলটি হল অপ্রাসঙ্গিক। (জোর দেওয়া হয়েছে)

15. সুতরাং, মধু লিমায়ে (উপরে)-তে বর্ণিত আইনের সঠিক অবস্থান হল যে, অভিযোগ গঠন বা অব্যাহতি প্রত্যাখ্যান করার আদেশগুলি অন্তর্বর্তী বা চূড়ান্ত প্রকৃতির নয় এবং তাই ফৌজদারি দণ্ডবিধির 397 (2) ধারার বাধা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তা ছাড়া, উপরোক্ত মামলাগুলিতে এই আদালত দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করেছে যে, পৃথক পৃথক মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা ন্যায়বিচারের লক্ষ্য সুরক্ষিত করতে হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত এখতিয়ার রয়েছে। একটি সতর্কবার্তা হিসাবে বলা যেতে পারে যে, উচ্চ আদালতকে তার পূর্ব-বর্ণিত এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময় সতর্ক হওয়া উচিত। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার কার্যকর ও সময়োপযোগী প্রশাসনের জন্য হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত বিচক্ষণতা যত্ন সহকারে এবং বিচক্ষণতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। এই আদালত, যাইহোক, একটি সম্পূর্ণ হ্যান্ডস অফ পদ্ধতির সুপারিশ করে না। তা সত্ত্বেও, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ হওয়া উচিত, যা ব্যর্থ হলে একজন নাগরিকের অধিকারের প্রতি গুরুতর কুসংস্কারের সম্ভাবনা রয়েছে। এর জন্য উদাহরণস্বরূপ, যখন কোনও অভিযোগের বিষয়বস্তু বা রেকর্ডে থাকা অন্যান্য উদ্দেশ্যমূলক উপাদান কোনও নির্দোষ ব্যক্তিকে নিপীড়নের নির্লজ্জ প্রচেষ্টা হয়, তখন আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করা আদালতের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

16। উপরন্তু, এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, খালাসের আবেদন বিবেচনা করার সময় বিচার আদালত নিছক ডাকঘর হিসাবে কাজ করবে না। সন্দেহভাজনকে বিচার করার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য আদালতকে প্রমাণের মাধ্যমে অনুসন্ধান করতে হবে। আদালতকে বিস্তৃত সম্ভাব্যতা, উপস্থাপিত প্রমাণ ও নথির মোট প্রভাব এবং ক্ষেত্রে উপস্থিত মৌলিক দুর্বলতা ইত্যাদি। [ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম। প্রফুল্ল কুমার সামল 3]। একইভাবে, প্রয়োজন হলে যথাযথ ক্ষেত্রে আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্য আদালতের যথেষ্ট বিচক্ষণতা রয়েছে।

17. এটি আমাদের বর্তমান মামলায় নিয়ে আসে যেখানে হাইকোর্টের মামলার যোগ্যতার মধ্যে যায়নি এবং উপরে উল্লিখিত মীমাংসিত আইনের জি-র আলোকে মামলাটি বিশ্লেষণ করেনি।

18. হাইকোর্ট এখতিয়ারগত ভুল করেছে যোগ্যতার ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনার আবেদন গ্রহণ করা এবং 'অব্যাহতি' অভিযুক্তদের প্রদত্ত একটি মূল্যবান অধিকার এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করা।

5 (1979) 3 এস. সি. সি 4-

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

যেহেতু হাইকোর্ট এবং নিম্ন আদালত এই মামলায় ফৌজদারি তদন্তের ন্যায্যতা এবং সাক্ষীদের বক্তব্যের উন্নতি সম্পর্কিত অন্যান্য সম্পর্কিত দিকগুলি পরীক্ষা করেনি, তাই হাইকোর্টের পক্ষে পুরো বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা এবং পুনর্বিবেচনার আবেদনের নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। তদনুসারে, আমরা 28.11.2018 তারিখের বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করে দিয়ে মামলাটি পুনর্বিবেচনার জন্য হাইকোর্টে ফেরত পাঠাই। আইন অনুযায়ী

। 19. আপিলটি উপরোক্ত শর্তে নিষ্পত্তি করা হয়। সমস্ত মুলতুবি আবেদন (গুলি), যদি থাকে, সে অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়।

বিভূতি ভূষণ বোস

বিষয়টি হাইকোর্টের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen